বাক্যার্থবোধের স্বরূপ ঃ ন্যায় ও বৈশেষিক মতের পর্যালোচনা

গবেষক

শ্রীমতী মন্দিরা ঘোষ

পিএইচ. ডি. রিসার্চ স্কলার

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: AOOPH1100416

(Session: 2016–17; Date of Registration: 28th July, 2016)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে পিএইচ. ডি. (কলা বিভাগ) উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাব পত্র

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ড. রত্না দত্ত শর্মা

দর্শন বিভাগ (কলা সংসদ)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ভারতবর্ষ

২০২৪

বাক্যার্থবোধের স্বরূপ ঃ ন্যায় ও বৈশেষিক মতের পর্যালোচনা

সমানতন্ত্র ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে যেসমস্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য বর্তমান, তার মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা অন্যতম। ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ – এই চার প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে।[১] অপরপক্ষে বৈশেষিক দর্শনে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভেদে দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে।[২] শব্দকে নৈয়ায়িক অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করলেও সাধারণতঃ বৈশেষিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা দেননি।[৩] শব্দ বা বাক্য শ্রবণ জন্য বাক্যার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান যে প্রমাও হতে পারে এই বিষয়ে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য নেই। কিন্তু ন্যায় মতে শাব্দ বুদ্ধি একটি স্বতন্ত্র প্রমা। অপরপক্ষে বৈশেষিক মতে শাব্দ বুদ্ধি অনুমিতিরূপ প্রমার অন্তর্ভূক্ত, তদতিরিক্ত প্রমা নয়।[৪] ফলস্বরূপ শব্দকে

---

[১] "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।। ১/১/৩ ।।" – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা:।

[২] (ক) বিভিন্ন কণাদসূত্রের মাধ্যমে এটি সূচিত হয়েছে, যেমন: –

"সংশয়নির্ণয়ান্তরাভাবশ্চ জ্ঞানান্তরত্বে হেতুঃ।।

তয়োর্নিষ্পত্তিঃ প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকাভ্যাম্।। ১০/১/২ – ১০/১/৩।।" – মহর্ষি কণাদ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, *বৈশেষিক - দর্শনম্,* উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদক), কলিকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, পৃষ্ঠা: ১৮৫ – ১৮৬।

(খ) এছাড়া, বৈশেষিক সূত্রের উপর রচিত উপস্কারটীকাতেও অনুরূপ ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া যায়, যথা: - "প্রমাণং দ্বিবিধং প্রত্যক্ষং লৈঙ্গিকঞ্চেতি যদ্বিভক্তং তত্র লৈঙ্গিকমিদানীং নিরূপয়িতুমুপক্রমতে – অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্ ।। ৯/২/১।।" – শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার,* নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ৪৮৫।

[৩] যদিও নব্যবৈশেষিক ব্যোমশিবাচার্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী; তিনি তাঁর ব্যোমবতী গ্রন্থে শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে উপস্থাপন করেছেন। কোনও কোনও বৈশেষিক দার্শনিক এমনকি কণাদ স্বয়ং শব্দ প্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা দিতে চাননি –এই পক্ষ সন্দিগ্ধ বলে গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় মনে করেন।

– কবিরাজ, গোপীনাথ, ১৯৮২, দ্য হিস্টোরি অফ বিবলিওগ্রাফি অফ ন্যায় বৈশেষিক লিটরেচার, বারণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি, পৃষ্ঠা: ২২।

[৪] মিশ্র, শ্যামাপদ, ২০০৯, "শাব্দবোধের প্রমান্তরত্বসিদ্ধি" ইন *ধর্মনীতি ও শ্রুতি,* ইন্দ্রাণী সান্যাল ও রত্না দত্ত শর্মা (সম্পাদিত), কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ১২৭।

তাঁরা অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করেননি, তাকে অনুমানের অন্তর্গতরূপে স্বীকার করেছেন।[৫] এখানেই উভয় সম্প্রদায়ের মতভেদ।

সাধারণতঃ বর্ণ, পদ, বাক্য সকলেই শব্দ পদবাচ্য। কিন্তু যখন ভারতীয় দর্শনে শব্দ প্রমাণের কথা বলা হয় তখন বাক্য বিশেষকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কারণ বিশিষ্ট অর্থের অবধারণ যার থেকে হয় না তা "শব্দ প্রমাণ" রূপে পরিগণিত হয় না। ন্যায় মতে বিশেষ প্রকার বাক্য থেকে বিশিষ্ট অর্থের প্রমাত্মক বোধ উৎপন্ন হয়। সেই কারণে ঐ বিশেষ প্রকার বাক্যকেই শব্দ প্রমাণ বলা হয়।[৬] এই শব্দ – লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দ্বিবিধ। এই বাক্য থেকে বাক্যার্থবোধ বা, পদার্থসংসর্গবোধ বা, শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। সেই বাক্যার্থবোধ যে প্রমাত্মক – এই কথা ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকৃত। শব্দকে প্রমাণরূপে অস্বীকার করা বেদ প্রামাণ্যবাদী বৈশেষিকের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে কি তাঁরা বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন কিন্তু লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন? এই পক্ষও সম্ভব নয়। কারণ লৌকিক বাক্যকে প্রমাণরূপে স্বীকার না করলে দৈনন্দিন ব্যবহার অসম্ভব। সেই কারণে শাব্দবোধের প্রমাত্ব তথা প্রামাণ্য ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকৃত। কিন্তু ন্যায় দর্শনে শব্দ স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে স্বীকৃত হলেও বৈশেষিক দর্শনে তা নয়।

প্রমাণ হতে গেলে তাকে প্রমার জনক হতে হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রমাণ হতে গেলে তাকে স্বতন্ত্র প্রমার জনক হতে হয়। শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে গণ্য করা যায় যদি তা প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন শাব্দবোধের জনক হয়। বৈশেষিক মতে শব্দ অনুমিতি অতিরিক্ত শাব্দবোধের জনক নয়।[৭] কারণ শব্দ যে প্রক্রিয়াতে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন করে তা

---

[৫] উক্তযুক্ত্যা প্রমাণমপি শব্দমনুমানেঽন্তর্ভাবয়ন্ বৈশেষিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে। – রুচিদত্তমিশ্র, ১৯৯১, *শব্দচিন্তামণি প্রকাশ, অন দ্য শব্দখণ্ড অফ তত্ত্বচিন্তামণি*, বাই গঙ্গেশ উপাধ্যায়, সুখরঞ্জন সাহা অ্যান্ড পি. কে. মুখোপাধ্যায় (এডিটেড), ক্যালকাটা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবোরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, পৃষ্ঠা: ২।

[৬] "বাক্যাভাব প্রাপ্তস্য সার্থকস্যাববোধতঃ।

সমপদ্যতে শাব্দবোধো ন তন্মাত্রস্য বোধতঃ।।১২।।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, শব্দশক্তি প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড, , মধুসুদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ১৪১।

[৭] "প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকব্যাখ্যানেন শাব্দং ব্যাখ্যাতমিতি। যদ্বৈ প্রত্যক্ষেণোপলভতে লিঙ্গাঞ্চানুমিনোতি পরানেতদ্বোধয়িতুং ভূতদয়য়া শব্দং প্রযুঙ্ক্তেম। শব্দাঞ্চ যোঽর্থঃ প্রতীয়তে সোঽয়ং প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামবগতইতি শব্দান্ প্রতীয়মানোঽর্থে প্রত্যক্ষমনুমানং বা প্রমাণং ন শব্দঃ।" – চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ১৮৮৭, *কণাদমহর্ষি-প্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত ভাষ্যসমেতম্*, কলিকাতা: সেরপুরনিবাসী শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা: ২৮০।

অনুমান প্রক্রিয়ার থেকে অভিন্ন। অনুমান যে প্রক্রিয়াতে উৎপন্ন হয় শব্দও সেই প্রক্রিয়াতেই বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন করায়, উৎপন্ন প্রমাটি অনুমিতি স্বরূপ।[৮] অনুমিতি ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনে স্বীকৃত প্রমা। সেই কারণে শব্দ জন্য উৎপন্ন জ্ঞানকে অনুমিতি রূপে গণ্য করলে লাঘব পক্ষ অবলম্বিত হয়; তাকে অতিরিক্ত প্রমা রূপে স্বীকার করলে বরঞ্চ লাঘব পক্ষ ব্যাহত হয়।[৯] শব্দ জন্য উৎপন্ন যে জ্ঞান তা অনুমিতি স্বরূপ হওয়ায়, তাতে অনুমিতিত্বই স্বীকার্য এবং এই অনুমিতিত্ব ঐ জ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর অনুব্যবসায়ে উক্ত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যরূপে ভাসমান হয়। তাই উক্ত জ্ঞানের বিশিষ্টতা সূচনা করে। শব্দ জন্য উৎপন্ন জ্ঞান অতিরিক্ত শাব্দবোধ স্বরূপ না হওয়ায় শাব্দত্বকে জাতি বলে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র শব্দ জন্য উৎপন্ন হয় বলেই যদি তাকে অতিরিক্ত শাব্দবোধ বলে স্বীকার করতে হয় তবে জ্ঞানের অপরাপর অন্য প্রকারভেদও স্বীকার করতে হয়। যেমন আকার, ইঙ্গিত থেকেও তো জ্ঞান জন্মায়, তাদেরও কি আমরা স্বতন্ত্র বোধ বলে স্বীকার করি? তা যখন করি না, তখন শব্দ জন্য উৎপন্ন জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার্য নয়। সুতরাং শাব্দবোধ স্বতন্ত্র প্রমা নয়, তাই শব্দ প্রমাণও স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়।[১০] যা দর্শনান্তরে শাব্দবোধরূপে পরিচিত তা প্রকৃতপক্ষে অনুমিতি স্বরূপ হওয়ায় শব্দকেও অনুমান প্রমাণরূপে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বাক্যার্থবোধ যে অনুমিতিই এই বিষয়টির নিশ্চায়ক কে? বৈশেষিক মতে শব্দ শ্রবণ হেতুক উৎপন্ন জ্ঞানের অনন্তর "অহং অনুমিনোমি" – এই আকারের অনুব্যবসায়ই তার নির্ধারক। অপরপক্ষে নৈয়ায়িক মতে বাক্যার্থবোধ যে শাব্দবোধই এই বিষয়ে প্রমাণ উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তির অনন্তর "অহং শাব্দয়ামি" – এই আকারের অনুব্যবসায়। এই আকারের অনুব্যবসায়ে বাক্য শ্রবণ জন্য উৎপন্ন জ্ঞানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে শাব্দত্ব প্রতিপন্ন হয়, যা উক্ত জ্ঞানের অপরাপর জ্ঞান থেকে বিশিষ্টতার সূচনা করে। কিন্তু

---

[৮] "শব্দাদিনামনুমানেঽন্তর্ভাবোঽনুমানাব্যতিরেকিত্বম্, সমানবিধিত্বাৎ সমানপ্রবৃত্তিপ্রকারত্বাৎ।" – শ্রীধরভট্ট, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদাচার্যকৃত প্রশস্তপাদভাষ্যম্ [পদার্থধর্মসংগ্রহ] ন্যায়কন্দলী টীকাসহিত*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫১২।

[৯] "অথ পদার্থস্মরণানন্তরং তেষাং মিথ সংসর্গাবগাহি যদ্ জ্ঞানং জায়তে, তদিদং কিমনুমিতিবিলক্ষণম্ উত তদ্রূপমেবেতি বিবাদঃ। তত্রাতিরিক্তকল্পনে মানাভাবাদনুমিতিরিত্যেবব্রুমঃ।" – উত্তমূর শ্রীবীররাঘবাচার্য্য, ১৯৫৮, *কণাদমুনিপ্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ শ্রীবীররাঘবাচার্য্যবিরচিত রসায়ন টীকাসহ*, ম্যাড্রাস: শ্রীবৎস প্রেস, পৃষ্ঠা: ২৮০।

[১০] "অবশ্যমীদৃশঃ পন্থাঃ শব্দপ্রমাণান্তরবাদিভিরপ্যন্যত্রানুসর্তব্যঃ। অন্যথা বাচিকব্যাপারাত্মনঃ শব্দস্যেব চেষ্টায়া অপি মানান্তরত্বাপত্তিঃ।" – উত্তমূর শ্রীবীররাঘবাচার্য্য, ১৯৫৮, *কণাদমুনিপ্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ শ্রীবীররাঘবাচার্য্যবিরচিত রসায়ন টীকাসহ*, ম্যাড্রাস: শ্রীবৎস প্রেস, পৃষ্ঠা: ২৮৬।

অনুব্যবসায়কে যদি জ্ঞান স্বরূপের নির্ধারক বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে বাক্যার্থবোধকে, বৈশেষিককে অনুসরণপূর্বক অনুমিতি এবং নৈয়ায়িককে অনুসরণ করে শাব্দবোধ বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যে জ্ঞান অনুমিতি তা দর্শনান্তরে স্বীকৃত শাব্দবোধ নয়, আবার যা শাব্দবোধ তা অনুমিতি নয়। ন্যায়মতে শাব্দত্ব ও অনুমিতিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ কারণ একটি জ্ঞান একই সময়ে শাব্দ ও অনুমিতি উভয়ই হতে পারে না। তাহলে জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারক হিসাবে উভয় দর্শনে স্বীকৃত অনুব্যবসায়ের ভূমিকা কতটুকু – এই প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়।

বৈশেষিকসম্মত অনুমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত না হলে শব্দ শ্রবণ হেতু উৎপন্ন বাক্যার্থবোধ অনুমান প্রক্রিয়াতেই উৎপন্ন হয় – এই বৈশেষিক মতের সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। সেই কারণে বৈশেষিক স্বীকৃত অনুমানের স্বরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন। অপরপক্ষে নৈয়ায়িক কি হেতু বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করেননা তার সম্যক বোধের জন্য নৈয়ায়িক সম্মত অনুমানের স্বরূপ পর্যালোচনাও একান্ত প্রয়োজন। ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত অনুমানের স্বরূপ পর্যালোচনা উভয় দর্শনের মধ্যে এই বিষয়ে মতসাম্য ও মতপার্থক্য – এই উভয়ের উপলব্ধির পক্ষেও আমাদের সহায়ক হবে। আবার, নৈয়ায়িকগণ কেন বাক্যার্থবোধকে অতিরিক্ত শাব্দবোধরূপেই স্বীকার করেন তা বোঝার জন্য নৈয়ায়িক সম্মত শাব্দবোধের স্বরূপও আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। শব্দ শ্রবণ জন্য বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় – এই কথা ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকৃত হলেও শব্দ শ্রবণপূর্বক এই বাক্যার্থবোধের উৎপত্তি প্রক্রিয়ার কতটুকু অংশ উভয়মত সম্মত, কোন্ অংশেই বা তাদের মধ্যে প্রভেদ তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শব্দ শ্রবণ হেতুক যে বাক্যার্থবোধ জন্মে তার স্বরূপ উভয় দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্বীকৃত হওয়ায় এইকথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাদের মধ্যে বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে শব্দের ভূমিকা অংশেও মতপার্থক্য আছে। নৈয়ায়িকসম্মত শাব্দবোধের স্বরূপ আলোচনা, নৈয়ায়িক বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে শব্দের কিরূপ ভূমিকা স্বীকার করেন তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। শাব্দবোধের উৎপত্তি প্রক্রিয়া যে অনুমান উৎপত্তির থেকে স্বতন্ত্র তাও এই আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হবে। অনুমিতির কারণ, করণ যে শাব্দবোধের কারণ ও করণ থেকে ভিন্ন তাও প্রতিপন্ন হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে 'বাক্যার্থবোধ অনুমিতি' – একথা স্বীকার করলেও 'অনুমিতি মাত্রেই বাক্যরূপ শব্দ শ্রবণজন্য উৎপন্ন হয়' – এই কথা কি বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন? অবশ্যই নয়। কারণ স্বার্থানুমানের স্থলের উল্লেখ করা যায় যা বৈশেষিক সম্মত এবং যার উৎপত্তিতে শব্দের কোনও ভূমিকাই নেই। আবার একথাও সত্য যে পরার্থানুমানও বৈশেষিক সম্মত। এইরূপ অনুমান প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব সমুদয় থেকে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ এই প্রকার অনুমানের উৎপত্তিতে প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব সমুদয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রশ্ন থেকে যায়, বাক্যার্থের জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক – এই পক্ষ স্বীকারের জন্যই কি বৈশেষিকগণ পরার্থানুমিতিকে স্বীকার করেন?

অপরপক্ষে নৈয়ায়িক কিন্তু বাক্যার্থেবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করেন না, সেই বাক্যার্থেবোধ লৌকিক বা বৈদিক বাক্য যার থেকেই উৎপন্ন হোক না কেন। এই বিষয়ে নৈয়ায়িক প্রদত্ত ব্যাখ্যা কিন্তু উভয় প্রকার বাক্য স্থলেই সাধারণ। অথচ, নৈয়ায়িকও তো পরার্থানুমিতি তথা ন্যায়সাধ্য অনুমানরূপ পরার্থানুমান স্বীকার করেছেন। নৈয়ায়িক সম্মত পরার্থানুমানের স্বরূপও এই কারণে আলোচনার দাবী রাখে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সম্মত পরার্থানুমানের স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা উভয় দর্শনের মধ্যে পরার্থানুমানের স্বরূপ বিষয়ে মতসাম্য কতটুকু, আর কতটুকুই বা তাদের মধ্যে ভিন্নতা তা উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হবে। বৈশেষিক সম্মত পরার্থানুমানের স্বরূপ আলোচনা আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে। অর্থাৎ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতি স্বীকার করার জন্যই কি বৈশেষিক পরার্থানুমিতির সম্ভাবনা স্বীকার করেন অথবা পরার্থানুমিতির ও বাক্যার্থের অনুমিতির স্বরূপ কি একেবারেই স্বতন্ত্র, তা স্পষ্ট হবে। পরার্থানুমিতির উৎপত্তিতে শব্দের যে ভূমিকা বাক্যার্থের অনুমিতিতে শব্দের ভূমিকা ভিন্ন অথবা নয় তা উপলব্ধি করাও সম্ভব হবে।

বৈশেষিক দর্শনে বাক্যার্থবোধের উৎপত্তির পক্ষে শব্দের কিরূপ ভূমিকা স্বীকার করা হয়েছে তার উপলব্ধির জন্য পদপক্ষক ও পদার্থপক্ষক উভয় প্রকার অনুমানের উপস্থাপনাই যথেষ্ট নয়, তার বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথমেই আমরা যে অনুমানটির উল্লেখ করবো তা পদপক্ষক অনুমান নামে প্রসিদ্ধ। আমরা বৈশেষিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত পদ পক্ষক অনুমান রূপে নিম্নোক্ত আকারের অনুমানটিকে গ্রহণ করতে পারি: – "এতানি পদানি স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকাণি

আকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্বাৎ গামভ্যাজেতি পদকদম্ববদিতি"।[১১] অর্থাৎ, এই পদগুলি স্মারিত অর্থের সংসর্গজ্ঞানপূর্বক প্রযুক্ত, যেহেতু এই পদগুলি আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট এবং ঐসকল অর্থের স্মারক। যেমন, গামভ্যাজ এই পদসমূহ। এই অনুমানে প্রযুক্ত (সামান্য) ব্যাপ্তির আকারটি হল – "যত্র যত্র আকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্ব তত্র তত্র স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব"। এই অনুমানটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এই অনুমানে পক্ষ হল এই পদসমূহ, সাধ্য হল স্মারিত অর্থের সংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব, হেতু হল আকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্ব। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হলো গামভ্যাজ এই পদসমূহ। এই অনুমানে শব্দ হেতুরূপে গৃহীত হয়নি; আকাঙ্ক্ষাদি হেতুরূপে গৃহীত হয়েছে।[১২] আকাঙ্ক্ষাদি শব্দের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম। অতএব উক্ত পদপক্ষক অনুমানে পদ হেতুরূপে গৃহীত হয়নি, পদের বৈশিষ্ট্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা পূর্বেই দেখেছি হেতু স্বভাবতঃই সাধ্যের সাধক নয়। হেতুর সঙ্গে সাধ্যের যদি অবিনাভাব সম্বন্ধ বা ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সম্বন্ধ থাকে এবং উক্ত সম্বন্ধের জ্ঞান যদি আমাদের থাকে তাহলে আমরা পক্ষে হেতুর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সাধ্যের অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান লাভ করে থাকি। তাই আকাঙ্ক্ষাদিমত্ত্বে সতি তৎস্মারকত্বরূপে হেতুর সঙ্গে স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্বরূপ সাধ্যের অবিনাভাব সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। যে সম্বন্ধের জ্ঞান থাকলে আমরা হেতুর জ্ঞানের ভিত্তিতে সাধ্যের জ্ঞান লাভ করতে পারবো।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে উক্ত অনুমানের সাধ্য হল স্মারিতার্থ সংসর্গ জ্ঞান পূর্বকত্ব। এই জ্ঞান কার? অবশ্যই বক্তার। যিনি এই জ্ঞানের উপস্থাপনার্থে আলোচ্য বাক্যের উপস্থাপনা করেছেন। কিন্তু বৈশেষিকের অভিপ্রায় তো হচ্ছে বাক্যার্থের অনুমিতিত্ব স্থাপন করা। এখন উক্ত পদপক্ষক অনুমানে হেতুর দ্বারা বক্তার স্মারিতার্থসংসর্গজ্ঞানপূর্বকত্ব সিদ্ধ হলেও বাক্যার্থের বোধ অর্থাৎ পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের সিদ্ধি হয় কীরূপে? অর্থাৎ উক্ত অনুমানের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, বক্তা যে বাক্য প্রয়োগ করেছেন সেই বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহ শ্রবণ করলে যে অর্থের স্মরণ হয় সেই অর্থসমূহের সংসর্গের জ্ঞানপূর্বক বক্তা উক্ত পদসমূহ প্রয়োগ করেছেন। উক্ত

[১১] উদয়নাচার্য্য, ২০০২, কিরণাবলী, সম্পা. নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ, কোলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ৫৭৩।

[১২] আকাঙ্ক্ষাদি পদের বৈশিষ্ট্য না পদার্থের বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে আচার্যগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সাধারণত মনে করা হয় আকাঙ্ক্ষাদি পদেরই ধর্ম।

অনুমান স্থলে সরাসরি বক্তার পদার্থ সংসর্গ জ্ঞানের অনুমান হয় শ্রোতার। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় উক্ত অনুমানে পদার্থ সমূহের সংসর্গ অনুমিত হচ্ছে কিভাবে? এই কারণে পদ পক্ষক অনুমানের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তৃতভাবে করা প্রয়োজন।[১৩]

বৈশেষিক সম্মত পদ পক্ষক অনুমানের আরেকটি আকার হতে পারে – "গৌঃ পদমস্তিত্ববদ্‌গোগোচরজ্ঞানপূর্বকম্ অস্তিপদসাকাঙ্ক্ষগৌঃ পদত্বাৎ, যন্নৈবম্ তন্নৈবম্ যথাঽঽকাশম্...।"[১৪] বিশিষ্ট নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর *শব্দশক্তি প্রকাশিকা* নামক গ্রন্থে এইভাবে পদপক্ষক অনুমানের উপস্থাপনা করেছেন, যেখানে বিশেষ ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। পদপক্ষক অনুমান সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে এই আকারটি অভিনবত্বের দাবী রাখে, তাই এখানে জগদীশ প্রদত্ত আকারটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো। এই অনুমানে বৈশেষিকগণ "গো" পদটিকে পক্ষরূপে গ্রহণ করে অস্তি পদ সাকাঙ্ক্ষ গো পদত্বরূপ হেতুর দ্বারা অস্তিত্ববিশিষ্ট – গোবিষয়ক – জ্ঞানপূর্বকত্বরূপ সাধ্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এক্ষেত্রে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তমূলে গৃহীত ব্যাপ্তির আকারটি হলো: – "যত্র যত্র অস্তিত্ববদ্‌গোগোচরজ্ঞানপূর্বকত্বাভাব তত্র তত্র অস্তিপদসাকাঙ্ক্ষ গৌঃ পদত্বাভাব", যেমন– আকাশ। অর্থাৎ বৈশেষিকগণের অভিপ্রায় হল, "গৌরস্তি" –এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হলে শ্রোতা উক্ত বাক্য শ্রবণ করে অনুমান করতে সক্ষম হবেন যে বক্তা "গো" পদটি অস্তিত্ববিশষ্ট – গোবিষয়ক – জ্ঞানপূর্বক প্রয়োগ করেছেন কারণ, "গো" পদটি অস্তি পদের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট। অতএব, বৈশেষিক মতে "গৌরস্তি" – এই বাক্য শ্রবণজন্য শ্রোতার যে বাক্যার্থের বোধ হয় সেটি হলো অনুমিতি এবং বাক্যরূপ শব্দ হলো উক্ত অনুমিতির সাধক হেতু।

পূর্বেই একথা আলোচিত হয়েছে যে, পদ পক্ষক অনুমান স্থলে পক্ষ, হেতু, সাধ্য ইত্যাদির বিশ্লেষণ আমাদের জানিয়ে দেয় যে উক্ত অনুমান স্থলে শ্রোতার বাক্য শ্রবণ জন্য বক্তার বাক্যার্থ বিষয়ক জ্ঞান অনুমিত হয়। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, সেই স্থলে

---

[১৩] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণের রচনাতেও এইরূপ পদ পক্ষক অনুমানের আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। যেমন – "When Rabbit tells Pooh that there's honey, Pooh's inference is indirect: It goes via Rabbit's belief. Pooh only believes what Rabbit says because he believes that Rabbit believes it too. In other words, he adopts Rabbit's belief. And that's what makes this a communication: the way the teller's belief is passed on – communicated – to the tellee. That's the difference that matters between Pooh believing Rabbit and Pooh believing his bees." – Mellor, D. H., 2012, *Mind, Meaning and Reality* Essays in Philosophy, United Kingdom: Oxford University Press, Page No. 54.

[১৪] জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* সম্পা. মধুসূদন ভট্টাচার্য, কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৩৯।

বাক্যার্থের অনুমিতি হয় – এই কথা কিভাবে বলা যাবে? এই বিষয়ে বৈশেষিক মতের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বৈশেষিক মতে এখানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে বক্তার বাক্যার্থ জ্ঞানের অনুমিতি হলে বাক্যার্থ বিষয়ক অনুমিতি অবশ্যই হবে। বাক্যার্থ জ্ঞানের অনুমিতির মাধ্যমেই বাক্যার্থেরও অনুমিতি হয়। বৈশেষিক প্রদত্ত উক্ত ব্যাখ্যা কোন্ পূর্বস্বীকৃতির উপর নির্ভর করে তা জানতে হবে। সেই পূর্বস্বীকৃতিটিই বা কতোটা গ্রহণযোগ্য? তার বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হওয়া সম্ভব অর্থাৎ, ঐ পূর্বস্বীকৃতি বৈশেষিক দর্শনের অপরাপর কোনও সিদ্ধান্তের সঙ্গে কতোটা সঙ্গতিপূর্ণ? – এই প্রশ্নের উত্তরে বৈশেষিক পক্ষ থেকে কি সদুত্তর প্রদান সম্ভব? এই আপত্তি কি নৈয়ায়িকের বিরুদ্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য? বক্তার প্রযুক্ত বাক্য শ্রবণ করে শ্রোতার বাক্যার্থবোধ হয় – এই কথা অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত। শ্রোতা সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে কর্মে প্রবৃত্ত হয় – এই বিষয়টিও দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে বৈশেষিক সম্মত বাক্যার্থবোধ কি এই ঘটনাটির যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ? নৈয়ায়িকের প্রদত্ত ব্যাখ্যা এই বিষয়ে কতোটা গ্রহণযোগ্য? প্রশ্ন উঠতে পারে জ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবৃত্তি বা ব্যবহারের আলোচনা কতোটা সঙ্গত? পদ পক্ষক অনুমানের বিরুদ্ধে অপরাপর যে সমস্ত আপত্তির উত্থাপন সম্ভব তার বৈশেষিক পক্ষ থেকে সমাধান সম্ভব কি না – এই বিষয়ে আলোচনার পর বৈশেষিক সম্মত পদার্থ পক্ষক অনুমানের আলোচনা এবং তার বিরুদ্ধে সম্ভব্য আপত্তির বিবেচনা করা প্রয়োজন। বৈশেষিক পক্ষ থেকে তারও সন্তোষজনক উত্তর প্রদান সম্ভব কি না ভেবে দেখা প্রয়োজন।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল বৈশেষিকমতে পদপক্ষক অনুমানের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বাক্যার্থের বা, পদার্থ সমূহের মধ্যে সংসর্গের অনুমিতি হয় না। সাক্ষাৎভাবে পদার্থ সংসর্গের অনুমান হয় পদার্থ পক্ষক অনুমান স্থলে। পদার্থ পক্ষক অনুমানের আকারটি প্রদর্শন করতে গিয়ে বৈশেষিক বলেন – "এতে পদার্থাঃ মিথঃ সংসর্গবন্তঃ আকাঙ্ক্ষাদিমদ্ভি পদৈঃ স্মারিতত্বাৎ, গামভ্যাজ ইতি পদার্থবৎ"।[১৫] অর্থাৎ, এই পদার্থগুলি পরস্পর সংসর্গ বিশিষ্ট যেহেতু এগুলি আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিত। এখানে প্রযুক্ত (সামান্য) ব্যাপ্তির আকারটি হল – "যত্র যত্র আকাঙ্ক্ষাদিমদ্ভি পদৈঃ স্মারিতত্ব তত্র তত্র মিথঃ সংসর্গবন্তত্ব"। এই অনুমানের পক্ষ হল এই পদার্থগুলি, সাধ্য হল পদার্থ

[১৫] উদয়নাচার্য্য, ২০০২, কিরণাবলী, সম্পা. নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ, কোলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ৫৭২ – ৫৭৩।

সমূহের পরস্পর সংসর্গ বিশিষ্টত্ব, এবং হেতু হল আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব। দৃষ্টান্ত হল গামভ্যাজ ইত্যাদি পদার্থসমূহ। বৈশেষিক প্রদত্ত পদার্থপক্ষক অনুমানটি বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, পদার্থপক্ষক অনুমানের হেতু হল আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব। অর্থাৎ, আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদ উক্ত অনুমানের হেতু হয়নি, আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদের দ্বারা স্মারিতত্ব হেতু হয়েছে। বিশিষ্ট নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর *শব্দশক্তি প্রকাশিকা* শীর্ষক গ্রন্থে এই পদার্থপক্ষক অনুমানটিকেই ভিন্ন এক আকারে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বিশেষ ব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। পদার্থপক্ষক অনুমান সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে এই আকারটি অভিনবত্বের দাবী রাখে, তাই এখানে জগদীশ প্রদত্ত আকারটিও উল্লেখ করা হল: – "গৌরস্তিতাবান্ স্বধর্মিকাস্তিত্বান্বয়বোধানুকূলাকাঙ্ক্ষাশ্রয়পদস্মারিতত্বাত্ ঘটবত্, অস্তিপদসমভিব্যাহৃতগৌঃপদস্মারিতত্বাদ্ বা চক্ষুর্বদিত্যাদ্যনুমানত এবাস্ত্বন্বয়ধিয়োঽন্যথাসিদ্ধিঃ" – এইরূপ অনুমানের দ্বারা গো প্রভৃতি ধর্মীতে অস্তিত্বের অনুমিতি সম্ভব হওয়ায় অনুমিতির অতিরিক্ত শাব্দবোধ নামক পৃথক প্রমিতি স্বীকার ব্যর্থ।[১৬] বৈশেষিক সম্মত এইরূপ অনুমানের দ্বারা গো পদার্থরূপ পক্ষে অস্তিত্বরূপ সাধ্য অনুমিত হয় বলে উক্ত অনুমানটি পদার্থ পক্ষক অনুমানরূপে প্রসিদ্ধ। উক্ত অনুমানের হেতু হয়েছে, স্বধর্মিকাস্তিত্বান্বয়বোধানুকূলাকাঙ্ক্ষাশ্রয়পদস্মারিতত্ব। "স্ব" পদের দ্বারা গো প্রভৃতি ধর্মীকে বোঝান হয়েছে। "স্বধর্মিকাস্তিত্ব"-এর দ্বারা অস্তিত্ব বিশিষ্ট গো বুঝতে হবে। অর্থাৎ অস্তিত্বটি গো প্রভৃতি ধর্মীর বিশেষণ। গো প্রভৃতি ধর্মীতে অস্তিত্বরূপ বিশেষণের যে অন্বয় সেই অন্বয়বোধের জনক যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষার আশ্রয় হল "গো" পদ এবং "অস্তি" পদ। উক্ত পদের দ্বারা গো পদার্থ ও অস্তিত্ব পদার্থ স্মারিত হওয়ায় গোরূপ পক্ষে স্বধর্মিকাস্তিত্বান্বয়বোধানুকূলাকাঙ্ক্ষাশ্রয়পদস্মারিতত্বরূপ হেতুটি বিদ্যমান থাকায় তার দ্বারা গোরূপ পক্ষে অস্তিত্বরূপ সাধ্য অনুমিত হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাপ্তির আকারটি হলো: – "যঃ স্বধর্মিকাস্তিত্বান্বয়–বোধানুকূলাকাঙ্ক্ষাশ্রয়পদস্মারিতত্ববান্ সোঽস্তিত্ববান্" যথা:– ঘট (অন্বয় দৃষ্টান্ত)। অস্তিত্বের সঙ্গে উক্ত হেতুর ব্যাপ্তি ঘটাদি পদার্থে দৃষ্ট হয় বলে এখানে দৃষ্টান্তরূপে ঘটের উল্লেখ করা হয়েছে। মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রথম অনুমান প্রদর্শন করার পর অস্তিপদ সমভিব্যাহৃত গৌঃ পদস্মারিতত্বকে হেতুরূপে এবং চক্ষুকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করে শাব্দবোধের অনুমিতিত্বসাধক

[১৬] জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* সম্পা. মধুসূদন ভট্টাচার্য, কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ৩৪।

"অস্তিপদসমভিব্যাহৃতগৌঃ পদস্মারিতত্বাৎ চক্ষুর্বৎ" – এইরূপ অনুমানান্তর প্রদর্শন করেছেন। এখানে গৌঃ পদস্মারিতত্বমাত্রকে হেতু বুঝতে হবে, সমভিব্যাহৃতত্ব অংশ উপলক্ষণরূপে গৃহীত হবে।[১৭] এখন প্রশ্ন হতে পারে, গ্রন্থকার কী কারণে প্রথম অনুমান প্রদর্শন করার পর দ্বিতীয় অনুমানটির উপস্থাপনা করলেন? তার উত্তরে বলা যায়, প্রথম অনুমান হতে দ্বিতীয় অনুমানটি বিলক্ষণ। প্রথম অনুমানটি (যে স্বধর্মিক অস্তিত্বের অন্বয়বোধের অনুকূল পদ হতে উপস্থাপিত হবে, সে অস্তিত্ববিশিষ্ট হবে – এইরূপ) সামান্য ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলক; আর দ্বিতীয় অনুমানটি সামান্য ব্যাপ্তিগ্রহমূলক নয়, বরং সাধ্য ও হেতুবিশেষের বিশেষব্যাপ্তিমূলক। ফলতঃ দ্বিতীয় অনুমানস্থলে ব্যাপ্তিগ্রহের অনুকূল তৃতীয় অবয়ব নিদর্শন বাক্যটি হবে – 'যো যঃ অস্তিপদসমভিব্যাহৃত গৌঃ পদস্মারিতত্ববান্ স স অস্তিতাবান্ যথা চক্ষুঃ'। এখানে আশঙ্কা করা যেতে পারে, চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ে অস্তিপদ সমভিব্যাহৃত গৌঃ পদস্মারিতত্বরূপ হেতুটি কীভাবে থাকবে? যদি তা না থাকে তাহলে এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ ঘটবে। এর উত্তরে বলা যায়, 'গো' শব্দটি ক্ষেত্রেবিশেষে বিবিধ অর্থের বোধক হয়ে থাকে। কোষে 'গো' শব্দটি পশুবিশেষ, সূর্য, চন্দ্র, বাণী, দিক্, ভূমি, মাতা, কিরণ, চক্ষু, জল, যাগবিশেষ, গায়ত্রী প্রভৃতি নানা অর্থের বাচকরূপে উল্লিখিত হয়েছে। অমরকোষেও বলা হয়েছে 'দিঙ্ নেত্র ঘৃণি ভূজলে'। সুতরাং 'গো' শব্দের বাচ্য যেমন পশুবিশেষ (গরু) তেমনি চক্ষুরিন্দ্রিয় হওয়ায় 'গো' পদ দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপস্থিতি অর্থাৎ স্মৃতি হবে। ফলে অস্তিপদসমভিব্যাহৃত গৌঃ পদস্মারিতত্ব হেতুটি যেমন গরু নামক পশুবিশেষে থাকে, তেমনি চক্ষুরিন্দ্রিয়েও থাকায় তাদৃশ স্মারিতত্ব হেতুটি দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হবে না। উক্তপ্রকার সামান্যানুমান ও বিশেষানুমানের দ্বারাই যখন 'গৌরস্তি' ইত্যাদি স্থলীয় অন্বয়বুদ্ধির উৎপত্তি হতে পারে তখন অন্বয়বুদ্ধিকে অনুমিতিত্বরূপ বিজাতীয় প্রমিত্যন্তর বলে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং বৈশেষিক মতে অনুমানের দ্বারা অন্বয়বোধ অন্যথাসিদ্ধ হয়।

---

[১৭] 'উপলক্ষণ' শব্দের অর্থ হল পরিচায়ক। যা বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত না হয়েও ইতরব্যবর্তক, তা উপলক্ষণ। যেমন 'কাকৈর্গৃহং পশ্য (কাকযুক্ত গৃহকে দেখ) এস্থলে কাক গৃহের অঙ্গীভূত পদার্থ না হওয়ায় বিশেষণ নয়, কিন্তু উপলক্ষণ; যেহেতু কাক গৃহের অঙ্গ না হয়েও অন্য গৃহ থেকে উপলক্ষিত গৃহের ভেদবুদ্ধি জন্মাচ্ছে। আবার 'স্বগ্রাহকত্বে সতি স্বেতরগ্রাহকত্বম্ উপলক্ষণম্' অর্থাৎ যে নিজের এবং নিজ থেকে ভিন্নেরও গ্রাহক হয়, তাকে উপলক্ষণ বলে। যেমন 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' এস্থলে 'কাক' পদটি কাক ও তদিতর কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি দধ্যুপঘাতক প্রাণীকে বোঝায়।

বৈশেষিক সম্মত অর্থ পক্ষক অনুমানটি নৈয়ায়িকগণ যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে গোরূপ পক্ষে হেতু তাদৃশ পদস্মারিতত্বের অর্থাৎ পদ জন্য স্মৃতিবিষয়ত্বের অভাব নিশ্চয় থাকলেও "গৌরস্তি" ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ জন্য বাক্যার্থের বোধ হয়ে থাকে।[১৮] কিন্তু, বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করলে তা সম্ভব নয়। কারণ, অনুমিতি উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণরূপে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পরামর্শ অপেক্ষিত। পরামর্শের কারণরূপে পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক। পক্ষে হেতুর অভাব নিশ্চয় থাকলে "হেতুমান্ পক্ষ" – এই আকারের পক্ষধর্মতার জ্ঞান হতেই পারে না। পক্ষধর্মতার জ্ঞান না থাকলে ব্যাপ্তি স্মরণ এবং ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পরামর্শ উৎপন্ন হবে না। ফলে সাধ্যের অনুমিতি হবে না। আলোচ্য স্থলে গোরূপ পক্ষে হেতু তাদৃশ পদ জন্য স্মৃতিবিষয়ত্বের অর্থাৎ পদস্মারিতত্বের অভাব নিশ্চয় কালে উক্ত হেতু ও পক্ষকে অবলম্বন করে পক্ষধর্মতার জ্ঞান হবে না। পক্ষধর্মতার জ্ঞান পূর্বে না থাকলে ব্যাপ্তি স্মৃতি ও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পরামর্শ উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না।[১৯] পরামর্শের অভাব জন্য "গৌরস্তি" এই বাক্য থেকে "অস্তিত্ববান্ গো" এইরূপ অনুমিতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

পক্ষে হেতুর অভাব নিশ্চয়ের অর্থাৎ পক্ষধর্মতাজ্ঞানের অভাবের কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে নৈয়ায়িকগণ বলেন, "গৌরস্তি" ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ জন্য "অস্তিত্ব বিশিষ্ট গো"রূপ বাক্যার্থের বোধ হয়ে থাকে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত বাক্যার্থবোধের প্রতি বাক্যান্তর্গত পদ জন্য পদার্থের স্মৃতি করণ হলেও সেটি অজ্ঞায়মান হয়েই বাক্যার্থবোধের করণ হয়ে থাকে, জ্ঞায়মান হয়ে নয়। অর্থাৎ, বাক্যার্থবোধের পূর্বে আমাদের এইরূপ বোধ হয় না যে বাক্যান্তর্গত পদজন্য উপস্থিত পদার্থগুলি স্মৃত। পদ শ্রবণ জন্য পদার্থের স্মৃতি হওয়া আর 'উক্ত পদার্থগুলি স্মৃত' – এই বোধ হওয়া এক বিষয় নয়। প্রথমটি স্মৃতিরূপ জ্ঞান কিন্তু, দ্বিতীয়টি স্মৃতিরূপ জ্ঞানের জ্ঞান (অনুব্যবসায়)। প্রথম জ্ঞানের বিষয় এবং কারণ সমূহের মধ্যেও প্রভেদ বিদ্যমান। প্রথম জ্ঞানের বিষয় বাক্যান্তর্গত "গো" ইত্যাদি পদ যে গো ইত্যাদি পদার্থকে বোঝায় সেই পদার্থ। এবং এই জ্ঞানের

---

[১৮] "তন্ন, গবাদেঃ পদস্মারিতত্বাদ্যভাবগ্রহদশায়াম্ উৎপন্নস্য গৌরস্তি ইত্যাদ্যন্বয়বোধস্য উক্তহেতুনাপি অনিষ্পত্তেঃ।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* সম্পা. মধুসূদন ভট্টাচার্য, কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃ. ৩৮।

[১৯] উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯৭, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি (ভল্যুম – IV) শব্দখণ্ড* উইথ দ্য কমেন্টারি '*রহস্য* বাই মথুরানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), কলিকাতা: দ্য এশিয়াটিক সোস্যাইটি অফ বেঙ্গল, পৃষ্ঠা: ৩৯ -৪০।

ক্ষেত্রে উদ্ভুত সংস্কারাদি কারণ। অপরদিকে দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় স্মৃতিরূপ জ্ঞান; এবং সন্নিকর্ষাদি কারণ। সুতরাং, পদ শ্রবণ জন্য পদার্থের বোধ (স্মৃতি) হওয়া এবং উক্ত বোধ যে স্মৃতি – এইরূপ বোধ এক বিষয় নয়। তাই বাক্যান্তর্গত পদ জন্য পদার্থের বোধ হলেও উক্ত বোধ যে স্মৃতি এইরূপ বোধ হয় না। কারণ, বাক্যার্থবোধের প্রতি পদ জন্য পদার্থের স্মৃতি কারণ হলেও সেটি জ্ঞাত রূপে কারণ নয়। অপরদিকে অনুমিতির প্রতি হেতু স্বরূপসৎরূপে করণ নয়, জ্ঞাত রূপেই কারণ। সুতরাং, বৈশেষিক মতানুসারে "গৌরস্তি" এই বাক্য শ্রবণ জন্য গো প্রভৃতি অর্থে অস্তিত্বাদির অনুমিতি স্বীকার করলে মেনে নিতে হবে যে গো প্রভৃতি অর্থে (পক্ষে) পদ জন্য স্মৃতি বিষয়ত্বের জ্ঞান (হেতুর জ্ঞান) আছে। কিন্তু, আমরা দেখলাম উক্ত প্রকার জ্ঞান থাকে না। তাই বৈশেষিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।[২০]

সামান্যতঃ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতি স্বীকার পক্ষে কি কি অসুবিধা আছে তা আলোচনাপূর্বক বৈশেষিক পক্ষ থেকে তার কোনও সমাধান প্রদান করা সম্ভব কি না তা আলোচনা করে দেখতে হবে। তবে বিরোধী পক্ষ দ্বয়ের কোনও একটি পক্ষের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করলেও অপরপক্ষের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। উক্ত পক্ষ প্রতিষ্ঠার্থে সাধক যুক্তির পর্যালোচনাও সমভাবে প্রয়োজন। বাক্যার্থবোধ অনুমিতি স্বরূপ – এই পক্ষের বিরুদ্ধে সমালোচনাই অতিরিক্ত শাব্দবোধ স্বীকারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাক্যার্থবোধের শাব্দত্ব প্রতিষ্ঠা স্বতন্ত্র যুক্তির অপেক্ষা করে।

বাক্যার্থের জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক এই পক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা চলে যে, পরার্থানুমান নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক উভয় সম্প্রদায় স্বীকৃত। কিন্তু বাক্যার্থ বোধকে অনুমিত্যাত্মক স্বীকার করলে পরার্থানুমানের উৎপত্তি প্রক্রিয়া কীরূপ জটিল হবে তা ভেবে দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে কি প্রতিজ্ঞাদি প্রত্যেকটি বাক্যজন্য স্বতন্ত্র অনুমিতি উৎপন্ন হয়ে মহাবাক্যার্থ জন্য স্বতন্ত্র অনুমিতির উৎপত্তি হয় – এই কথা স্বীকার করতে হবে? বাক্যার্থবোধ অনুমিতি এই পক্ষ স্বীকার করে পরার্থানুমানের উৎপত্তির প্রক্রিয়া কিরূপ হবে তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। নৈয়ায়িক মতে অনুমিতি উৎপত্তির প্রক্রিয়াই যে কেবলমাত্র শাব্দবোধ উৎপত্তির প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন তা নয়, উভয়ের কারণ,

---

[২০] "পদজন্যা হি পদার্থস্মৃতিঃ, স্বরূপসত্যেবান্বয়বুদ্ধৌ উপযুজ্যতে, ...।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*, সম্পা. মধুসূদন ভট্টাচার্য, কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃ. ৩৮।

করণ অংশেও প্রভেদ বর্তমান। উপরন্তু উপমিতি ও শাব্দবোধের মধ্যেও পার্থক্য করা সম্ভব।

ভিন্ন যুক্তিতেও বাক্যার্থবোধের অনুমিতিত্ব পক্ষ খণ্ডন করা যায়। 'ঘটাদন্যঃ' এইরূপ বাক্যস্থলে পঞ্চম্যন্ত 'ঘট' পদের পর প্রথমান্ত 'অন্য' পদের প্রয়োগ হয়েছে। ফলে আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞানজন্য ঘটগত প্রতিযোগিতার নিরূপক যে ভেদস্বরূপ 'অন্যত্ব' সেই অন্যত্বকে বিশেষণ করে তার আশ্রয়ের অন্বয়বোধ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অন্যত্বের আশ্রয় হল বিশেষ্য। তবে এই আশ্রয়টি যে কোনটি তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না বলে উক্ত বিশেষ্যের কোন অবচ্ছেদক স্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ উক্ত বিশেষ্যটি নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতারূপে প্রতীয়মান হবে। ফলে 'ঘটাদন্যঃ' বাক্যজন্য শাব্দবোধটি নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক হবে। কিন্তু অনুমিতি কখনোই নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যক হয় না। যেমন, 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই আকারের অনুমিতিমাত্রেই পর্বতাদিনিষ্ঠ বিশেষ্যতা পর্বতত্বাদিরূপ ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং বাক্যার্থবোধকে অনুমিতির অন্তর্ভূক্ত করা যায় না।[২১] বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অনুসারে বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করলে 'ঘটাদন্যঃ' এই বাক্যজন্য বোধের উপপাদন সম্ভব নয়।[২২] অতএব সাকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট পদার্থের উপস্থিতি মূলে তৎ তৎ পদার্থের সংসর্গ বিষয়ক যে বিশিষ্ট বোধ উৎপন্ন হয় তা প্রত্যক্ষত্বাদি বিলক্ষণ শব্দত্বজাত্যবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র প্রমিতি – এমনটাই স্বীকার করে নিতে হয়।

সমগ্র আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি যে, যদি বাক্যার্থের জ্ঞানের যথাযথ গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় পক্ষেই দেওয়া সম্ভব হয় তবে সেক্ষেত্রে দুটির মধ্যে কোন্‌টি স্বীকার করলে লাঘব পক্ষ রূপে বিবেচিত হবে – এই প্রশ্নের অবকাশ থাকে। কিন্তু বৈশেষিক পক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলির কতদূর যথাযথ উত্তর প্রদান সম্ভব তা কিন্তু প্রশ্নাতীত নয়। তার বিরুদ্ধে নানা আপত্তির অবকাশ থেকেই যায়। এমতাবস্থায় লাঘব যুক্তি বৈশেষিক পক্ষে কতোটা কার্যকর হবে – এই প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। অপরদিকে ন্যায় পক্ষে যে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে

---

[২১] "কিঞ্চ ঘটাদন্য ইত্যাদি বাক্যাদ্ ঘটপ্রতিযোগিতাকান্যত্বাদিপ্রকারেণ নিরবচ্ছিন্নবিশেষ্যতাকো ঘটান্যস্য বোধঃ সর্বজনসিদ্ধঃ, ...।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,* সম্পা. মধুসূদন ভট্টাচার্য, কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃ. ৪৯।

[২২] ভট্টাচার্য, গোপিকা মোহন, ১৯৭৭, "শাব্দবোধ অ্যাস এ সেপারেট টাইপ অফ প্রমা", *জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি,* ভল্যুম – ৫: পৃষ্ঠা ৮২।

তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে কি না তাও বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, বাক্যশ্রবণ থেকে বাক্যার্থ জ্ঞান জন্মায়, আবার সেই বাক্যার্থ জ্ঞানপূর্বক প্রবৃত্তিও যে উৎপন্ন হয় – একথা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক উভয়েই স্বীকার করেন, কিন্তু প্রশ্ন হল, বাক্যার্থবোধের যে স্বরূপ বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন তা কি এই প্রবৃত্তির যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারবে? নৈয়ায়িক পক্ষ থেকেও এইরূপ প্রবৃত্তির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব কি না তা ভেবে দেখতে হবে। আমরা দেখেছি কোনও দর্শনই জ্ঞানের আলোচনাকে কেবলমাত্র জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন না। প্রবৃত্তি বা ব্যবহার জ্ঞানমূলক। জ্ঞানের আলোচনায় তাই প্রবৃত্তি বা ব্যবহারের প্রসঙ্গ অবধারিতভাবে এসে যায় এবং জ্ঞানের প্রামাণ্যও জ্ঞানমূলক প্রবৃত্তির সাফল্য দ্বারা নির্ধারিত হওয়ায় জ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবৃত্তি বা ব্যবহারের আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন। আলোচ্য দার্শনিক সম্প্রদায় দ্বয়ও নিজ নিজ জ্ঞানতাত্ত্বিক মত সেই সম্প্রদায় সম্মত প্রবৃত্তি বা ব্যবহার বিষয়ক মতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকার করা হয়েছে যে, বক্তার উচ্চারিত বাক্য শ্রবণ হেতুক শ্রোতার বাক্যার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং ঐ জ্ঞান শ্রোতাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। বাক্যার্থের জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক এই পক্ষ স্বীকার করলে কি বাক্যার্থের জ্ঞান জন্য যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় তার যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব? অনুভবসিদ্ধ সেই প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা যে জ্ঞানতত্ত্বে প্রদান করা সম্ভব নয় সেই পক্ষের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকাই স্বাভাবিক।

উভয় পক্ষেই অনুব্যবসায় বাক্যার্থবোধের স্বরূপ নির্ণায়ক রূপে স্বীকৃত হলেও এই স্থলে কোনও পক্ষই অপর মতে যে প্রকার অনুব্যবসায়ের কথা বলছেন তাকে অস্বীকার করতে পারেন না একথা ঠিক। কিন্তু এক্ষেত্রে অনুব্যবসায়কে উৎপন্ন জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় পক্ষে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে।[২৩] বস্তুতঃ এই

[২৩] But following Phaṇibhūṣaṇa Tarkavāgīśa one may say that according to the Vaiśeṣika–s every śabda jñāna is apprehended in second order perception as anumiti (cf. Phaṇibhūṣaṇa first edition Vol. 2, p.280). A Naiyāyika, however, would still offer the argument which Jagadīśa noted in the passage "Viśiṣṭamaterānubhavikatvāt anyathā anumiterapyapalapāpatteḥ" (Jagadīśa 1973, p. 7). I would therefore suggest that a more reasonable formulation of the Vaiśeṣika position would be that we do indeed have anuvyavasāya or second order perception of the form "śābdayāmi". But since strong reasons are there to the contrary this experience (or, the form of it) cannot be taken literally. It is to be

জ্ঞানটির স্বরূপ কী তা নির্ধারণের জন্য জ্ঞানটির উৎপত্তি প্রক্রিয়া, তার কারণ, করণ এবং উৎপন্ন জ্ঞানটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই বিষয়ে দুটি পক্ষের বিরুদ্ধে নানা প্রকার সম্ভাব্য আপত্তির উদ্ভাবন সম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও মতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলির যথাযথ সমাধান সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ উক্ত মতের পক্ষে উক্ত মত সিদ্ধ অনুব্যবসায়কে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ জগদীশ তাঁর *শব্দশক্তি প্রকাশিকা* গ্রন্থে বাক্যার্থবোধকে অতিরিক্ত শাব্দবোধ প্রমাণার্থে উক্ত জ্ঞানের কারণ, করণ, উৎপত্তি প্রক্রিয়া, উৎপন্ন জ্ঞানটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বিরোধী পক্ষ বৈশেষিকের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আপত্তি উত্থাপনপূর্বক বৈশেষিক মতের দিক থেকে তার কতোটা সদুত্তর দেওয়া সম্ভব তা পর্যালোচনা করেছেন। কেবলমাত্র অনুব্যবসায়কে এই ক্ষেত্রে কোনও পক্ষের একমাত্র নির্ণায়করূপে গ্রহণ করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে জগদীশের উক্তি "বিশিষ্টমতেরানুভবিকত্বাদন্যথানুমিতেরপ্যপলাপাপত্তেঃ..." বিশেষভাবে পর্যালোচনার দাবী রাখে।[২৪]

---

carefully analysed before it can be accepted as an evidence (pramāṇa) for certain distinct objective property (śābdatva) of a distinct kind of experience (called śābda). Thus we do not admit darkness to have movement even though taken apparently and in its face value the experience "Tamaścalati", seems to reveal such a thing. – মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোত কুমার, ১৯৯১, *দ্য ন্যায় থিওরি অফ লিঙ্গুয়িস্টিক পারফরমেন্স (এ নিউ ইন্টারপ্রিটেশন অফ তত্ত্বচিন্তামণি)*, কলকাতা: কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী (ফর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি), পৃষ্ঠা: ৩৫৫।

[২৪] "বিশিষ্টমতেরানুভবিকত্বাদন্যথানুমিতেরপ্যপলাপাপত্তেঃ..." – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দ শক্তি প্রকাশিকা* (প্রথম খণ্ড), মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য কৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ১৪।

অধ্যায় বিন্যাস

মুখবন্ধ

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বাক্যার্থবোধের স্বরূপ

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুমানের স্বরূপ বিষয়ে বৈশেষিক মত

তৃতীয় অধ্যায়

ন্যায় মতে অনুমান

চতুর্থ অধ্যায়

ন্যায়সম্মত শব্দ প্রমাণ

পঞ্চম অধ্যায়

পদপক্ষক অনুমান ও তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আপত্তি

ষষ্ঠ অধ্যায়

পদার্থপক্ষক অনুমান ও তার খণ্ডন

সপ্তম অধ্যায়

বাক্যার্থবোধের স্বরূপ বিষয়ে ন্যায়মতের পক্ষে সাধক যুক্তি

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জী

অন্নং ভট্ট, ২০১১, *তর্কসংগ্রহ [কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা ১৮৭] (উইথ ন্যায়বোধিনী অফ গোবর্ধন মিশ্র, বাক্যবৃত্তি অফ মেরু শাস্ত্রী, নিরুক্তি অফ জগন্নাথ শাস্ত্রী, পট্টাভিরামটিপ্পণী অফ পট্টাভিরাম শাস্ত্রী) অ্যান্ড তর্কসংগ্রহদীপিকা অফ অন্নমভট্ট (উইথ রামরুদ্রীয় অফ রামরুদ্র, নৃসিংহপ্রকাশিকা অফ রায় নরসিংহ শাস্ত্রী, নীলকণ্ঠপ্রকাশিকা অফ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী অ্যান্ড পট্টাভিরামপ্রকাশিকা অফ পট্টাভিরাম শাস্ত্রী)*, শ্রী সৎকরিশর্মা বঙ্গীয় (সম্পাদিত), বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান।

অন্নং ভট্ট, ২০১৩, *তর্কসংগ্রহ (উইথ তর্কসংগ্রহদীপিকা অফ অন্নমভট্ট, ন্যায়বোধিনী অফ গোবর্ধন মিশ্র, পদকৃত্য অফ চন্দ্রজ সিংহ, অ্যালঙ্গ উইথ কারিকাবলী, ন্যায়পদার্থকোশ, ভেরিয়াস নোটস অ্যান্ড অ্যাপেন্ডিক্স)*, শ্রী গোবিন্দাচার্য্য (সম্পাদিত), বারাণসী: চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন।

অন্নং ভট্ট, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, *তর্কসংগ্রহ*, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত), কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

ইনগালাল্লি, আর. আই., ২০০৬, "ইনডিপেনডেন্স অফ শব্দপ্রমাণ (টেস্টিমোনি অ্যাজ অটোনোমাস সোর্স অফ নলেজ)" ইন *শাব্দপ্রমাণ ইন ফিলোজফি*, মুকুলিকা ঘোষ অ্যান্ড ভাস্বতী ভট্টাচার্য চক্রবর্ত্তী (এডিটেড), নিউ দিল্লি: নর্দান বুক সেন্টার, পেজেস: ৯০-৯৭।

উত্তমূর শ্রীবীররাঘবাচার্য্য, ১৯৫৮, *কণাদমুনিপ্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ শ্রীবীররাঘবাচার্য্যবিরচিত রসায়ন টীকাসহ*, ম্যাড্রাস: শ্রীবৎস প্রেস।

উদয়নাচার্য, ১৯৩৮, *ন্যায়পরিশিষ্ট, বর্দ্ধমান উপাধ্যায় রচিত প্রকাশ টীকাসহ*, নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), কলকাতা: মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড।

উদয়নাচার্য, ১৯৯৬, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ ন্যায়বার্ত্তিতাৎপর্য্যটীকাপরিশুদ্ধি*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলসফিক্যাল রিসার্চ।

উদয়নাচার্য, ১৯৬৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ ন্যায়বার্ত্তিতাৎপর্য্যটীকাপরিশুদ্ধি*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), বৈশালী: প্রাকৃত জৈন ইন্সটিটিউট।

উদয়নাচার্য, ১৯৯৫, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলী*, শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

উদয়নাচার্য, ২০০২, *কিরণাবলী*, নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ (সম্পাদিত), কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯০, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি (শব্দপ্রামাণ্যবাদাদি উচ্ছন্ন – প্রচ্ছন্নবাদান্ত) শব্দখণ্ড* উইথ দ্য কমেন্টারি *'রহস্য* বাই মথুরানাথ তর্কবাগীশ (ভল্যুম – IV : পার্ট 1), পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), দিল্লী: ওরিয়েন্টাল বুক সেন্টার।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯০, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি (শব্দপ্রামাণ্যবাদাদি উচ্ছন্ন – প্রচ্ছন্নবাদান্ত) শব্দখণ্ড* উইথ দ্য কমেন্টারি *'রহস্য* বাই মথুরানাথ তর্কবাগীশ (ভল্যুম – IV : পার্ট 2), পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), দিল্লী: ওরিয়েন্টাল বুক সেন্টার।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯০, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি (অনুমিত্যাদি-বাধান্ত) অনুমানখণ্ড* উইথ দ্য কমেন্টারি *'রহস্য* বাই শ্রী মথুরানাথ তর্কবাগীশ (ভল্যুম – II : পার্ট 1), পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), দিল্লী: ওরিয়েন্টাল বুক সেন্টার।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯০, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি (ভল্যুম – II) অনুমানখণ্ড* উইথ এক্সট্রাক্টস্ ফ্রম দ্য কমেন্টারিস বাই মথুরানাথ তর্কবাগীশ অ্যান্ড জয়দেব মিশ্র, পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯১, *গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণৌ অন্তিম ভাগ: শব্দখণ্ড*, শ্রী সুখরঞ্জন সাহা এবং শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৯৯৭, *দ্য তত্ত্বচিন্তামণি শব্দখণ্ড* উইথ দ্য কমেন্টারি *'রহস্য* বাই মথুরানাথ তর্কবাগীশ (ভল্যুম – IV : পার্ট 2), পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পাদিত), কলিকাতা: দ্য এশিয়াটিক সোস্যাইটি অফ বেঙ্গল।

উপাধ্যায়, গঙ্গেশ, ১৮৯০ শকাব্দাঃ, *সামান্য-নিরুক্তি প্রকরণ* উইথ দ্য দীধিতি টীকা অফ রঘুনাথ শিরোমণি অ্যান্ড টীকাভাষ্য অফ জগদীশ তর্কালঙ্কার (দীধিতি ব্যাখ্যা) অ্যান্ড "তাৎপর্য দীপিকা" অফ যাদবেন্দ্রনাথ রায় ন্যায়তর্কতীর্থ দেবশর্মা, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

কর, গঙ্গাধর, ২০০৬, "দ্য জেনেসিস অফ এ ভার্বাল কগনিশন অ্যান্ড দ্য টেম্পোরাল সিকোয়েন্স অফ ইটস্ অ্যান্টসিডেন্টস্" ইন *শব্দপ্রমাণ ইন ফিলোজফি*, মুকুলিকা ঘোষ অ্যান্ড ভাস্বতী ভট্টাচার্য চক্রবর্ত্তী (এডিটেড), নিউ দিল্লি: নর্দান বুক সেন্টার।

কর, গঙ্গাধর, ২০০৩, *শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা*, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

কবিরাজ, গোপীনাথ, ১৯৮২, *দ্য হিস্টোরি অফ বিবলিওগ্রাফি অফ ন্যায় বৈশেষিক লিটরেচার*, বারণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি।

কিথ, আর্থার বেরিয়েডেল, ১৯৭৭, *ইন্ডিয়ান লজিক অ্যান্ড অ্যাটোমিসম্*, নিউ দিল্লী: ওরিয়েন্টাল বুকস্ রিপ্রিন্ট কর্পোরেশন।

কেশবমিশ্র, ২০০৮, *তর্কভাষা*, শ্রী গঙ্গাধরকর ন্যায়াচার্য (বঙ্গানুবাদক ও বিবৃতিকার), প্রথম খণ্ড, কলকাতা: সেন্টার অফ্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা শহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী।

গিলন, এস. (সম্পাদিত), ২০১০, *লজিক ইন আরলিয়েস্ট ক্লাসিক্যাল ইন্ডিয়া*, দিল্লী: মোতিলাল বানারসিদাস পাবলিশার প্রাইভেট লিমিটেড।

গুহ, দীনেশ চন্দ্র, ২০১৬, *নব্য ন্যায় সিস্টেম অফ লজিক (বেসিক থিওরিস অ্যান্ড টেকনিকস)*, দিল্লী: মোতিলাল বানারসিদাস পাবলিশার প্রাইভেট লিমিটেড।

গৌতম, ১৯৪৪, *ন্যায়দর্শনম্ (বাৎস্যায়নভাষ্য, উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্যটীকা ও বিশ্বনাথকৃত বৃত্তিসহ)*, তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ এবং অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ (সম্পাদিত), কলকাতা: মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড।

চক্রবর্ত্তী, অরিন্দম, ১৯৯৪, "টেলিং অ্যাস লেটিং নো" ইন *নোয়িং ফ্রম ওয়ার্ডস্ ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ফিলোজফিকাল অ্যানালিসিস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড টেস্টিমোনি*, বিমলকৃষ্ণ মোতিলাল অ্যান্ড অরিন্দম চক্রবর্তী (এডিটেড), ডর্ডরেচট, দ্য নেদারল্যান্ডস: ক্লুয়ার অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স।

চক্রবর্তী, তপন কুমার, ২০১৪, "শব্দ, শব্দশক্তি ও শক্তিগ্রহোপায়", ইন *ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা*, রঞ্জনা মুখার্জী, সর্বানী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুন্তলা ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কোলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

চট্টোপাধ্যায়, দেবী প্রসাদ (সাধারণ সম্পাদক), ২০০৩, *হিস্টোরি অফ সাইন্স, ফিলোজফি অ্যান্ড কালচার ইন ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন*, (ভল্যুম ২ পার্ট ৪), *অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বৈশেষিক সিস্টেম* বাই অনন্তলাল ঠাকুর, দিল্লী: প্রজেক্ট অফ হিস্টোরি অফ ইন্ডিয়ান সাইন্স, ফিলোজফি অ্যান্ড কালচার (পি. এইচ. আই. এস. পি. সি.), সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সিভিলাইজেশনস।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ১৮৮৭, *কণাদমহর্ষি-প্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত ভাষ্যসমেতম্*, কলিকাতা: সেরপুরনিবাসী শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।

চন্দ্রানন্দ, ১৯৬১, *বৈশেষিকসূত্রবৃত্তি,* মুনি শ্রী জম্বুবিজয়জী (সম্পাদিত), বরদা: ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট বরদা।

জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দ শক্তি প্রকাশিকা* (প্রথম খণ্ড), মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য কৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

জগদীশ তর্কালঙ্কার, ২০১৪, *শব্দ শক্তি প্রকাশিকা (শব্দপ্রামাণ্যনিরূপণম্),* শ্রী গঙ্গাধরকর ন্যায়াচার্য (বঙ্গানুবাদক ও বিবৃতিকার), প্রথম খণ্ড, কলকাতা: সেন্টার অফ্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা শহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী।

জয়ন্তভট্ট, ১৯৭৮, *ন্যায়মঞ্জরী,* জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য্য (অনুবাদক), ভল্যুম – I, দিল্লী: মোতিলাল বানারসিদাস।

ঝালাকিকর, ভীমাচার্য্য, ১৯৭৮, *ন্যায়কোষ,* পুণা: ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ।

ঝাঁ, গঙ্গানাথ, ১৯৯৯, *দ্য ন্যায়সূত্র অফ গৌতম (উইথ দ্য ভাষ্য অফ বাৎস্যায়ন অ্যাণ্ড দ্য বার্ত্তিক অফ উদ্দ্যোতকর, উইথ নোটস্ ফ্রম বাচস্পতি মিশ্রস্ ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা, উদয়নস্ 'পরিশুদ্ধি' অ্যাণ্ড রঘুত্তমস্ ভাষ্যচন্দ্র),* ভল্যুম – ১, দিল্লী: মোতিলাল বানারসীদাস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ঝাঁ, গঙ্গানাথ, ১৯৮৪, *দ্য ন্যায়সূত্র অফ গৌতম (উইথ দ্য ভাষ্য অফ বাৎস্যায়ন অ্যাণ্ড দ্য বার্ত্তিক অফ উদ্দ্যোতকর, উইথ নোটস্ ফ্রম বাচস্পতি মিশ্রস্ ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা, উদয়নস্ 'পরিশুদ্ধি' অ্যাণ্ড রঘুত্তমস্ ভাষ্যচন্দ্র),* ভল্যুম – ২, দিল্লী: মোতিলাল বানারসীদাস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ঝা, ভি. এন., ১৯৯৬, "ন্যায় বৈশেষিক থিওরি অফ মিনিং", *অ্যানালস অফ দ্য ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট,* ভল্যুম–৭৭ নম্বর–১/৪ : পৃষ্ঠা ২৮১ – ২৮৪।

টেবার, জন এ., ১৯৯৬, "ইস ভার্বাল টেস্টিমোনি এ ফর্ম অফ ইনফারেন্স?", *স্টাডিস ইন হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোস্যাল সাইন্সেস*, ভল্যুম–III নম্বর–২ : পৃষ্ঠা ১৯ – ৩১।

পঞ্চানন তর্করত্ন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, *পরিষ্কার, বৈশেষিকসূত্রোপস্কার*-এর উপর রচিত, কলিকাতা: বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রোমেসিন প্রেস।

পদ্মনাভ মিশ্র, ১৯২৫, *সেতু*, প্রশস্তপাদভাষ্য-এর উপর রচিত টীকা, গোপীনাথ কবিরাজ এবং ঢুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

প্রশস্তপাদ, ১৯৬৩, *প্রশস্তপাদভাষ্য*, বারাণসী: বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১৯৩৬, *ন্যায়পরিচয়*, যাদবপুর: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০১১, *ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়নভাষ্য* [বিস্তৃত অনুবাদ, ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও টিপ্পনী সহিত] (প্রথম খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ২০০০ *ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়নভাষ্য* [বিস্তৃত অনুবাদ, ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও টিপ্পনী সহিত] (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

ভট্টাচার্য, গোপিকা মোহন, ১৯৭৭, "শাব্দবোধ অ্যাস এ সেপারেট টাইপ অফ প্রমা", *জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি*, ভল্যুম – ৫: পৃষ্ঠা ৭৩ – ৮৪।

ভট্টাচার্য, পঞ্চানন, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর* উপর *মুক্তাবলী-সংগ্রহ*, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ, *ন্যায়সূত্র-বৃত্তি*, শ্রী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), বেনারস: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু (অনুবাদক), ১৯৯৩, *অনুমানচিন্তামণি* অনুবাদ ও বিবৃতিসহ, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী।

ভট্টাচার্য, শিবজীবন, ১৯৯৪, "এপিস্টেমোলজি অফ টেস্টিমোনি অ্যান্ড অথরিটি: সাম ইন্ডিয়ান থিমস অ্যান্ড থিওরিস" ইন *নোয়িং ফ্রম ওয়ার্ডস্ ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ফিলোজফিকাল অ্যানালিসিস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড টেস্টিমোনি*, বিমলকৃষ্ণ মোতিলাল অ্যান্ড অরিন্দম চক্রবর্তী (এডিটেড), ডর্ডরেচট, দ্য নেদারল্যান্ডস: ক্লুয়ার অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স।

ভট্টাচার্য, শিবজীবন, ১৯৯৮, *ল্যাঙ্গুয়েজ, টেস্টিমোনি অ্যান্ড মিনিং*, নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ।

ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন, ১৯৭৮, এবং শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শন কোষ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: কলকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা –গ্রন্থাঙ্ক: ১১৭।

ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন, এবং শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, *ভারতীয় দর্শন কোষ* (তৃতীয় খণ্ড–প্রথম ভাগ), কলকাতা: কলকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা – গ্রন্থাঙ্ক: ১২১।

ভট্টাচার্য, হরিদাস, ১৯৬২, *হরিদাসী*, বিশ্বেশ্বর সিদ্ধান্ত শিরোমণি (সম্পাদিত), বারাণসী: চৌখাম্বা বিদ্যভবনম।

ভরদ্বাজ উদ্দ্যোতকর, ১৯৯৭, *ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলসফিকাল রিসার্চ।

মল্লিক, ঝুমুর, ২০১৭, *দ্য বৈশেষিক থিওরি অফ নলেজ (অ্যাকর্ডিং টু প্রশস্তপাদ)*, কলকাতা: মহা বোধি বুক এজেন্সি।

মিশ্র, শ্যামাপদ, ২০০৯, "শাব্দবোধের প্রমান্তরত্বসিদ্ধি" ইন *ধর্মনীতি ও শ্রুতি*, ইন্দ্রাণী সান্যাল ও রত্না দত্ত শর্মা (সম্পাদিত), কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোত কুমার, ১৯৯১, *দ্য ন্যায় থিওরি অফ লিঙ্গুয়িস্টিক পারফরমেন্স (এ নিউ ইন্টারপ্রিটেশন অফ তত্ত্বচিন্তামণি)*, কলকাতা: কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী (ফর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি)।

মেলর, ডি. এইচ., ২০১২, *মাইন্ড, মিনিং অ্যান্ড রিয়েলিটি* এসেজ ইন ফিলোজফি, ইউনাইটেড কিংডম: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

মোহান্তি, জীতেন্দ্রনাথ, ১৯৬৬, *গঙ্গেশস থিওরি অফ ট্রুথ*, শান্তিনিকেতন: সেন্টার অফ অ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন ফিলোসফি বিশ্বভারতী।

মোহান্তি, জে. এন., ১৯৯৪, "ইস দেয়ার অ্যান ইররিডিউসেবল মোড অফ ওয়ার্ড–জেনারেটেড নলেজ?" ইন *নোয়িং ফ্রম ওয়ার্ডস্ ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ফিলোজফিকাল অ্যানালিসিস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড টেস্টিমোনি*, বিমলকৃষ্ণ মোতিলাল অ্যান্ড অরিন্দম চক্রবর্তী (এডিটেড), ডর্ডরেচট, দ্য নেদারল্যান্ডস: ক্লুয়ার অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স।

রুচিদত্তমিশ্র, ১৯৯১, *শব্দচিন্তামণি প্রকাশ, অন দ্য শব্দখণ্ড অফ তত্ত্বচিন্তামণি*, বাই গঙ্গেশ উপাধ্যায়, সুখরঞ্জন সাহা অ্যান্ড পি. কে. মুখোপাধ্যায় (এডিটেড), ক্যালকাটা: যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ইন কোলাবোরেশন উইথ কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ, ২০২৩, প্রবন্ধাবলি, সৌরীন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কনকপ্রভা, ২০১৪, "প্রাচীন ন্যায়ে শব্দ প্রমাণ", ইন *ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা*, রঞ্জনা মুখার্জী, সর্বানী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুন্তলা ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কোলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বানী, ২০১৪, "ন্যায়মতে শাব্দবোধ প্রক্রিয়া", ইন *ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা*, রঞ্জনা মুখার্জী, সর্বানী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুন্তলা ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কোলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাচস্পতি মিশ্র, ১৯৯৬, *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ।

বাচস্পতি মিশ্র, ১৯৮২, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত), কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

বাচস্পতি মিশ্র, ১৯৩৮, *যুক্তিদীপিকা*, পুলিনবিহারী চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা – ২৩, কলিকাতা: মেট্রোপলিটন্ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্।

বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ*, অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ।

বিশ্বনাথ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী*, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

বিশ্বনাথ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, *ভাষাপরিচ্ছেদ কারিকাবলী*, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

ব্রোডি, আলেক্সান্ডার, ১৯৯৫, "ইনট্রোডকসন ট্যু মেডাইভ্যাল লজিক", *ইন ফিলসফিক্যাল রিভিউ*, ই. জে. অ্যাসওয়ার্থ (সংশোধিত), (সেকেন্ড এডিসন), ভল্যুম – ১০৪, সংখ্যা – ১ : পৃষ্ঠা ১২০–১২২।

শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার*, নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

শঙ্করমিশ্র, ১৯৭২, *আমোদ*, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*র টীকা, শ্রী মহাপ্রভুলাল গোস্বামী (সম্পাদিত), দারভাঙ্গা: মিথিলা বিদ্যাপীঠ।

শর্মা, ই. আর. শ্রীকৃষ্ণ (অনুবাদক), ১৯৬০, *মণিকণা* এ নব্যন্যায় ম্যানুয়াল, ম্যাড্রাস: আড্যার লাইব্রেরী অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার।

শ্রীধরভট্ট, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদাচার্যকৃত প্রশস্তপাদভাষ্যম্ [পদার্থধর্মসংগ্রহ] ন্যায়কন্দলী টীকাসহিত*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ১৯৭১, *এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লজিক*, দিল্লী: মোতিলাল বানারসীদাস।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ১৯৯৩, *গৌতমীয় ন্যায়সূত্র*, দিল্লী: মুন্সিরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

হবহাউস, এল. টি., ১৮৯৬, দ্য থিওরি অফ নলেজ, লন্ডন: মেথুয়েন অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড।

Countersigned by the

Supervisor: Dr. Ratna Dutta Sharma	Candidate: Smt. Mandira Ghosh
Dated:	Dated:
Professor (Retired)	
Department of Philosophy	
Jadavpur University	